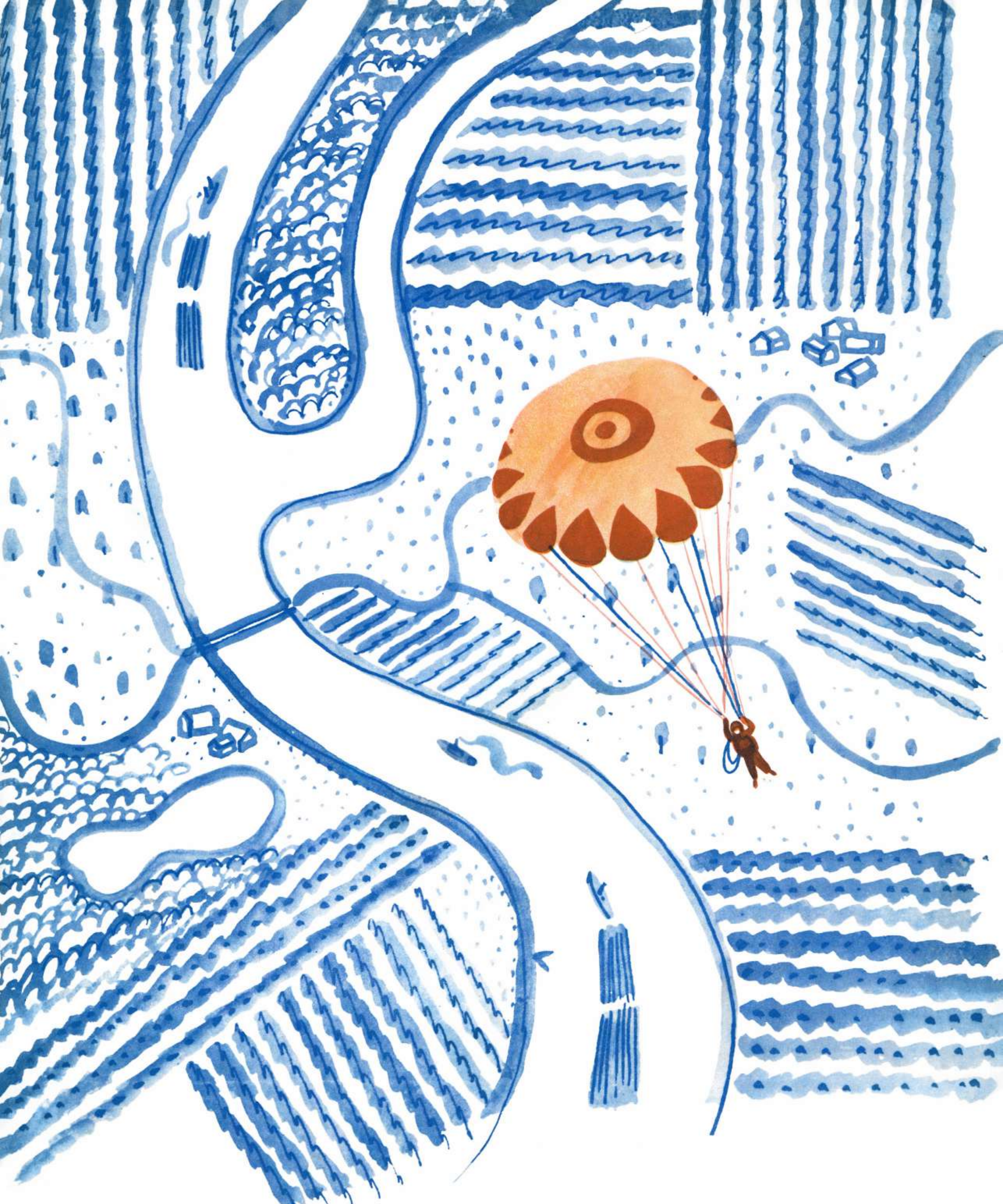
আনাতোলি মিত্যায়েভ



পিঁপড়ে আর ব্যোমনাবিক



আনাতোলি মিত্যায়েভ



পিঁপড়ে আর ব্যোমনাবিক



ছবি এঁকেছেন ইউ. মোলোকানভ

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

বেড়ার কাছের পিঁপড়ে-ঢিপিটায় থাকত অল্পবয়সী এক পাটকিলে পিঁপড়ে — মুরাশকা। বেড়ার একদিকে ছিল কুমড়ো-ভুঁই অন্য দিকে রাস্তা। ভোরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল দুধের গাড়ি। খুব ভারি। যাচ্ছিল যখন পিঁপড়েদের গোটা বাড়িটাই তখন কাঁপছিল। ঘুমতে ভালোবাসে মুরাশকা, কিন্তু ঘরের দেয়াল যদি টলতে থাকে, তাহলে আর ঘুম কোথায়। তাই সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়ল মুরাশকা, পা দিয়ে চোখ মুছলে, এঁটে কোমর বেঁধে ছুটে গেল কাজে।



কাজটা ওর খুবই সাধারণ: বার্চ তলায় শুঁয়োপোকা ধরত সে, টেনে আনত ভাঁড়ারে।

একদিন বার্চ তলায় ছুটে এসে জিরতে বসল মুরাশকা। বসে থাকলেও কেবলি নজর রাখছিল ওপরে — রেশমের মতো সুতোয় কোনো সবুজ শুঁয়োপোকা নড়ছে না তো? না, শুঁয়োপোকা দুলতে দেখা গেল না, তবে আকাশ থেকে প্রকাণ্ড এক সূর্যকে পড়তে দেখল সে।

ভয় হল মুরাশকার, সূর্যে যদি পুড়ে যায়। চম্পট দেবার ইচ্ছে হয়েছিল তার। পালিয়েই যেত তবে সূর্যের ভেতর একটা মানুষকে দেখতে পেল সে। তার পোষাক আর হেলমেট দেখে



মুরাশকা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরেছিল। কমলা রঙের প্যারাশুটে করে ব্যোমনাবিক নামছে।

ব্যোমনাবিক মাটিতে নেমে প্যারাশুটের বেল্ট খসাল, তারপর হেলমেট খুলে এগিয়ে এল বার্চ গাছটার কাছে।

'নমস্কার বার্চ গাছ,' বলে চুমু খেল তার একটা ডালের পাতায়।

সেটা মুরাশকার ভালো লাগল না। দ্যাখো দিকি, পিঁপড়ে থাকতে নমস্কার জানানো হচ্ছে কিনা একটা বার্চ গাছকে! এই ভেবে মুরাশকা তার পার্টাকিলে মোচে পাক দিয়ে উঠে পড়ল ব্যোমনাবিকের জুতোয়, পা বেয়ে উঠে গেল তার গায়ে, সেখান থেকে জামার হাতায়, এবং হাতা থেকে তর্জনীতে।

মুরাশকাকে দেখে হাসল ব্যোমনাবিক।

'সুপ্রভাত, মুরাশকা মশাই। এত ভোরে উঠেছ যে? কাজ আছে বুঝি?'

'কাজ...' থতমত খেয়ে মুরাশকা বললে, 'আচ্ছা সত্যি, পৃথিবীটা কুমড়োর মতো গোল?'

'সত্যি,' বললে ব্যোমনাবিক, 'অনেক দূর থেকে পৃথিবীকে দেখেছি গোল।'

'আমাদের পৃথিবীর এই ওপরদিকটা বেশ ভালো,' বললে মুরাশকা, 'এখানে থাকি আমরা পিঁপড়ে আর মানুষ। পৃথিবীর নিচের দিকটায় কেউ নেই, সব পড়ে যায় ওখান থেকে।'



‘পৃথিবীর নিচের দিকটাতেও মানুষ আর পিঁপড়ে আছে গো, মুরাশকা মশাই।’

‘ধেৎ!’ সন্দেহ হল মুরাশকার।

এই সময় ইঞ্জিনের গুঞ্জন শোনা গেল। ব্যোমনাবিককে নিয়ে যাবার জন্যে হেলিকপ্টার আসছে।

‘তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ো, নইলে হাওয়ার তোড়ে উড়ে যাবে,’ বলে পাথরের পিছনে পিঁপড়েকে নামিয়ে দিলে।

হেলিকপ্টার চলে গিয়ে বাতাস শান্ত হতেই পিঁপড়ে প্রাণপণে ছুটে গেল পিঁপড়ে-ঢিপিতে — এই অসাধারণ সাক্ষাৎকারটার গল্প করতে।





মুরাশকার নাচ

মুরাশকার অন্য সমস্ত ভাই-বোন, দাদু-দিদিমা, ভাইপো-ভাইঝি, কাকা, মাসি — তারাও ব্যোমনাবিককে দেখেছে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলা, তার আঙুলে বসা— এ সম্মান পেয়েছে কেবল মুরাশকাই। আর সাধারণ একটা পাটকিলে পিঁপড়ে হলেও সবাই তাকে সম্মান করে চলতে লাগল। মুরাশকা নিজেও ঠিক করলে ধরা তার কাছে এখন সরা, এখন থেকে সে কেবল আনন্দ করে যাবে। আর তার কাছে সব

চেয়ে আনন্দের কাজ হল লেজগিনকা নাচ। আরো কষে কোমর বাঁধলে সে, ফলে পেটটা একেবারে চোখেই পড়ছিল না। তারপর ছোরার বদলে একটা কুটো নিয়ে সরেল পাতার ওপর নাচ লাগালে।

'তা একটু নাচুক,' বললে পিঁপড়েরা, 'অন্য লোক হলে হয়ত আনন্দেই মারা পড়ত।' ওরা ভেবেছিল আনন্দ করার পর মুরাশকা কাজে ফিরবে।



কিন্তু কাজে ফেরার কোনো ইচ্ছেই ছিল না মুরাশকার। কেবলি সে নেচে বেড়াতে লাগল। রাগ হয়ে গেল পিঁপড়েদের। সন্ধ্যায় তারা পিঁপড়ে-বাসার দরজা বন্ধ করে দিলে, রাত কাটাক মুরাশকা বাইরে।

'বটে, এই তোমাদের ইচ্ছে!' বন্ধ দুয়োরের কাছে চ্যাঁচাল মুরাশকা, 'বেশ, নিজের বাসা আমি বানিয়ে নেব। তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো। ইচ্ছে হলে নিজের একটা আলাদা পৃথিবীই খুঁজে নেব আমি। থাকব সেখানে একা। পৃথিবী কেমন, তা ব্যোমনাবিক আমায় বলেছে।'

'সত্যিই তো, কেনই বা নিজের জন্যে আলাদা একটা পৃথিবী খুঁজে নেব না?' রাত্রির ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ভাবলে মুরাশকা।

পরের দিন সকালে নিজের পৃথিবী বেছে নিতে গেল মুরাশকা। মস্তো একটা ডোরাকাটা কুমড়ো পছন্দ হল তার। বেড়া থেকে তা ঝুলছিল আর মুরাশকার মনে হল হুবহু তা পৃথিবীর মতো। কুমড়োটায় যখন উঠল, তখন তো তার সব সন্দেহই ঘুচে গেল: কুমড়োটার গায়ের হলদে ডোরাগুলো যেন গমক্ষেত, সবুজগুলো — বন, আর ওপরে বোঁটার কাছের যে গর্তটায় বৃষ্টির জল জমে আছে, সেটা হল সমুদ্র।

সমুদ্রতীরে লেজগিনকা নাচ নাচলে মুরাশকা। একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরুল সফরে। নিজের পৃথিবীটা সে গোটা চক্কর দেবে, দেখবে কী ঘটে নিচে। হয়ত সেখানে পাহাড়-টাহাড় কিছু খুঁজে পাবে। কুমড়োর গা বেয়ে ছুটতে লাগল মুরাশকা। কিন্তু গা-টা ছিল পেছল। নিজের পৃথিবী থেকে ভুঁইয়ে পড়ে গেল মুরাশকা।

'সেকী?' পিঠ ঝেড়ে ভাবলে মুরাশকা, 'ব্যোমনাবিক যে বলেছিল পৃথিবী থেকে পড়ে যাওয়া অসম্ভব।'



ফের কুমড়োয় উঠল মুরাশকা। সমুদ্রতীরে বসে সে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল কী করে সে এখানে বাসা বানাবে। ভেবে উপায় একটা বার করত হয়ত, কিন্তু হঠাৎ কেঁপে ঢপঢপ করে উঠল কুমড়ো।

'আরে!' ভয়ও হল মুরাশকার, আনন্দও হল, 'ভূমিকম্প নাকি... আমার পৃথিবী তাহলে একেবারে সত্যিকার পৃথিবী...'





তবে ওটা ভূমিকম্প নয়। কুমড়ো-ভুঁই দিয়ে যাবার সময় একটা ছেলে গুলতি মারে কুমড়োয়।

দিন যায়। কুমড়ো-ভুঁইয়ে ঘুরে বেড়ায় মুরাশকা। ওঠে বেড়া বেয়ে। মাঝে মাঝে যায় বার্চ তলায়, তবে চুপি চুপি, আত্মীয়-স্বজনদের চোখে পড়তে চায় না। কুমড়ো-পৃথিবীটায় তার বিরক্তি ধরে গেছে। অথচ পিঁপড়ে-ঢিপিতে ফিরতেও পারে না, গর্বে বাধে। হাঘরে হয়ে ওঠে মুরাশকা। লেজগিনকা নাচও সে আর নাচে না, ফুর্তি উবে গিয়ে মন ভরে উঠেছে জ্বালায়। বার্চ তলায় একটা লোককে বসে থাকতে দেখে সে ছুটে গেল তার দিকে। 'কামড়াব ওকে! এক্ষুনি লাফিয়ে উঠবে।'

ঘাসবনের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে কেবলি আক্রোশ বাড়তে লাগল তার। 'কামড় দেব নাকে,' মনে মনে সে তড়পাল।

অন্যায় যুদ্ধের সবকিছু নিয়ম মেনে সে লোকটাকে আক্রমণ করলে পেছন থেকে: শাদা শার্টটা বেয়ে উঠল কলারে, সেখান থেকে ঘাড়ে, ঘাড় থেকে গালে, গাল থেকে নাকে। তারপর কামড়ে জ্বালিয়ে দেবার জন্যে যেই নিচু হয়েছে, অমনি সে ধরা পড়ে গেল লোকটার তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে।

'চেনা লোক দেখছি,' কানে এল মুরাশকার, 'বেরিয়ে... বেড়াচ্ছ আমার নাকটিতে?'

থ' হয়ে গেল মুরাশকা — এ যে সেই ব্যোমনাবিক, আকাশ থেকে একদিন ভোরে যে এখানে এসে নেমেছিল।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল পার্টিকলে মুরাশকা।

'সুপ্রভাত,' তোতলাতে তোতলাতে বললে মুরাশকা, 'ফের এলেন আমাদের এখানে?'

'ইচ্ছে হল এই মাঠটা, বার্চ গাছটা আর তোমাকেও দেখে যাই, মুরাশকা মশাই,' বললে ব্যোমনাবিক, 'পৃথিবীর সঙ্গে মোলাকাৎ তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। সে আনন্দ কখনো ভুলব না।'

'আচ্ছা, পৃথিবীটা কুমড়োর মতো?' পৃথিবী-কুমড়োয় নিজের ভোগান্তির কথা ভেবে জিজ্ঞেস করলে মুরাশকা।

'সে তো তোমায় বলেছি। কুমড়ো, বল, বেলুন — সবারই মতো। নীল বেলুনের মতো মহাকাশে ভাসছে।'

'কিন্তু কেউ পড়ে যায় না তা থেকে?'

'কেউ না।'

'তাহলে আমার পৃথিবী থেকে আমি পড়ে গেলাম কেন?' ক্ষোভে গলার স্বর কেঁপে গেল তার।

মুরাশকার ঘটনাটা সব শুনে হেসে উঠল ব্যোমনাবিক।

'পৃথিবীটা ভায়া আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার যদি করার কিছু না থাকে তাহলে একটা গল্প শোনাই।'

'জরুরী কাজ কিছু নেই,' মলিন মুখে বললে মুরাশকা, 'বলুন গল্প।'

শাদা একটা বোতামে জমিয়ে বসে গল্প শোনার জন্য তৈরি হল মুরাশকা।



প্রথম গল্প

এক সময় পৃথিবী থেকে সবকিছুই পড়ে যেত। নিচের দিকটার সবকিছু পড়ত নিচে। আর যত অবাক লাগুক, ওপরটার জিনিস পড়ত ওপরে। উড়ে যেত ঠিক পাখির মতো। কুকুরকে ঘরে বেঁধে না রাখলে তা পড়ে যেত অর্থাৎ উড়ে যেত। মধুর মতো মিষ্টি পাকা আপেল উড়ে যেত গাছ থেকে। আপেল পাড়তে হত কাঁচা, মুখে দেওয়া যায় না এত টক।

লোকেদের জন্যে রাস্তায় বানানো হয় রেলিং। তাই ধরে ধরে যেত লোকে।

রেলিং ধরতে ভুলে গিয়ে লোকের পাছে দুর্ঘটনা হয়, সেজন্য শহর গ্রামের উঁচু উঁচু থামের ওপর জাল পাতা থাকত। আনমনারা উড়ে গিয়ে পড়ত ওই জালে। মাটিতে নেমে আসত মই বেয়ে।



আর বাড়িতে যা কাণ্ড হত! চেয়ার টেবিলকে যদি মেঝেতে গেঁথে না রাখা হত তাহলে তা গিয়ে ঠেকত সিলিঙে।

দেখছ তো মুরাশকা, পৃথিবীতে থাকা তখন ছিল তোমার কুমড়োর চেয়েও কঠিন।

লোকে তখন পৃথিবীকে বললে, 'তোমার তো অনেক দয়া। এমন করো যাতে তোমার কাছ থেকে আমরা পড়ে না যাই।'

'বেশ,' বললে পৃথিবী, 'আমার ওপর যা কিছু আছে সব টেনে রাখব। চুম্বক যেমন লোহা টানে।'

এমন জোরে টেনে ধরল পৃথিবী যে লোকে পা তুলতে পারলে না মাটি থেকে, চালে এঁটে রইল পাখি — ডানা নাড়তে পারে না। গাছের মাথাগুলো নুইয়ে এল মাটিতে।

'ওরে বাবারে!' চেঁচাতে লাগল লোকে, 'বড়ো বেশি টানছ, একটু আলগা দাও।'

একটু আলগা দিলে পৃথিবী, এখনকার মতো। কেউ আর তখন পৃথিবী থেকে পড়ল না।

দ্বিতীয় গল্প

তবে সবকিছুই তেমন যুতসই ছিল না পৃথিবীতে। কেন জানো হে মুরাশকা মশাই? মহাকাশে পৃথিবী ঝুলে ছিল তোমার ওই কুমড়োটির মতো নিশ্চল। বরাবর সূর্যের আলো পড়ত কেবল পৃথিবীর একটা দিকে। তাই একদিকে ছিল বরাবর দিন, অন্য দিকে — বরাবর রাত।

রোদের দিকটায় ফলত কুমড়ো, লেবু, বেরি, গান গাইত পাখি, ফুরফুর করত প্রজাপতি, লাফাত খরগোসে। আর অন্ধকার দিকটায় আগাছা পর্যন্ত গজাত না। কেবল প্যাঁচা ছাড়া আর কোনো জীব ছিল না সেখানে। মাঝে মাঝে দু'একটা বেড়াল ছুটে

আসত বটে, অন্ধকারেও দেখতে পায় তো। কিন্তু শিগগিরই ফিরে আসত রোদ-ভরা তপ্ত ভিটেয়।

ঘুমতে যাবার সময় লোকে জানলা বন্ধ করত মোটা পর্দা দিয়ে — চোখের ওপর আলো পড়লে কি আর ঘুম আসে। কেউ কেউ আবার ঘুমতে যেত পৃথিবীর অন্ধকার দিকটায়। আর প্রায়ই ঘুম ভাঙত তাদের বেলা করে। দেরি হয়ে যেত কারো বা কারখানায়, কারো বা ক্লাসে। অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে অনেকেরই কপাল ফুলত, কালশিটে পড়ত।

আরেকবার সবাই ধরলে পৃথিবীকে, 'দয়াবতী পৃথিবী, একটু ঘুরতে থাকো না?'

পৃথিবীও ঘুরতে লাগল সূর্যের সামনে, মায়ের সামনে নতুন পোষাক দেখিয়ে যেমন পাক খায় খুকি। সূর্যও পালা করে আলো দিতে লাগল পৃথিবীর দুই পিঠেই।

এখন মুরাশকা মশাই, দিন। তার মানে সূর্য এখন আমাদের দিকটায়। দেখেছো কেমন জ্বলজ্বলে! আর অন্য দিকটায় এখন রাত। সকলেই সেখানে এখন ঘুমচ্ছে: মানুষ, পিঁপড়ে সবাই।



তৃতীয় গল্প

তুমি বললে তো, তোমার কুমড়োয় একটা পাথর এসে লেগেছিল, প্রায় মরতে বসেছিলে। পৃথিবীতেও কিন্তু তেমন পাথর পড়েছে অনেক। মহাকাশে পাথর ভেসে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।



একবার পৃথিবী বললে মানুষদের, ‘আমার একটা জামা দরকার, ঢিল লাগলে তাতে তেমন ব্যথা করবে না। দু’বার তোমাদের উদ্ধার করেছি। এবার তোমরা একটু সাহায্য করো। কিছু একটা উপায় বাতলাও।’

ভার নিলে কাচ-মিস্ত্রিরা। পৃথিবীর জন্যে কাচের জামা বানালে তারা। কিন্তু নতুন পোষাক তৈরি হতে না হতেই ঝনঝনিয়ে শব্দ উঠল — ভেঙে পড়ল কাচ। উল্কাপিণ্ডের ঢিলগুলো ফুটো করে দিলে কাচকে। যত কাচ-মিস্ত্রি ছিল সবাই



নতুন কাচ বসাতে শুরু করলে। এক জায়গায় বসায়, অন্য জায়গায় ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ে।

মুষড়ে পড়ল মিস্ত্রিরা। লোহার জামা তো আর বানানো চলে না। সূর্যই যে দেখা যাবে না লোহার ভেতর দিয়ে।

'দেখি চেষ্টা করে,' বললে বেলুনের দোকানদার। সিলিণ্ডার থেকে বাতাস ছাড়তে লাগল। খরিদ্দারদের মস্তো এক লাইন হয়েছিল তার দোকানের সামনে, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করলে না, কেবলি বাতাস ছেড়ে ঢাকতে লাগল পৃথিবীকে।

বাতাসের জামাটা সবারই মনে ধরল। তার ভেতর দিয়ে দিব্যি দেখা যায় সূর্য আর উল্কাগুলো তাতে আটকে গিয়ে জ্বলে যায় দেশালাইয়ের কাঠির মতো।

বেলুনের দোকানদার বৈজ্ঞানিক কথার ভক্ত। পৃথিবীর যে জামাটা মানুষের জামার মতো নয়, তার নাম দিলে সে বায়ুমণ্ডল। তারপর নিজের কাজে মন দিলে, বেলুন বেচতে লাগল ছেলেপিলেদের।

কেবল একটি

'কী করি এখন?' বললে মুরাশকা, 'পিঁপড়ে-বাসায় ঢুকতে দিচ্ছে না, দরজা বন্ধ। কুমড়ো তো আর সত্যিই পৃথিবী নয়। শরতে কুমড়ো পেড়ে নিয়ে গিয়ে তরকারী করবে। বিচিগুলো ভাজবে তাওয়ায়। শীতকালে ছেলেপুলেরা তা চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। ওদের আর কী, ওভারকোট আছে, ফেল্টবুট আছে, মাথায় আছে টুপি। আর শীতে আমি শিঁটিয়ে মরব...'

ফুঁপিয়ে উঠল মুরাশকা, পার্টকিলে হাত দিয়ে চোখ মুছলে।

'ওপরে একটু চেয়ে দ্যাখো, মুরাশকা মশাই,' আস্তে করে বললে ব্যোমনাবিক।

'কী আর দেখব,' ঠোঁট ফুলিয়ে বললে মুরাশকা, তাহলেও চেয়ে দেখল।

বার্চ গাছের ডাল থেকে রেশমের সুতোয় নেমে আসছে এক শুঁয়োপোকা।

'আমার মনে হয় তোমার কসুর শোধরানো যেতে পারে,' ফিসফিসিয়ে বললে ব্যোমনাবিক, 'শুধু মনে রেখো, লোক আর পিঁপড়ে অনেক, কিন্তু পৃথিবীটা কেবল একটা। নাও, যাও এখন শিকার করো গে।'

ব্যোমনাবিক চলে গেল তার মোটরগাড়ির দিকে। আর মুরাশকা ছুটল সেখানে, যেখানে শুঁয়োপোকাটির নামার কথা।

মুরাশকা যখন তার শিকারটিকে নিয়ে এল পিঁপড়ে-ঢিপিতে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে না; পিঁপড়েরা টের পেয়েছিল যোগ্য সাজা পেয়েছে বড়াই-বীর। কিন্তু ভাঁড়ারে শুঁয়োপোকাটা জমা দিয়ে মুরাশকা নিজেই বললে:

'লোক আর পিঁপড়ে অনেক। কিন্তু পৃথিবী কেবল একটি।'

এবারও পিঁপড়েরা চুপ করে রইল। এ তো তারা বহুদিন থেকেই জানে।



অনুবাদ: ননী ভৌমিক



А. Митяев
МУРАВЕЙ И КОСМОНАВТ
на языке бенгали